আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউপির উপনির্বাচনে নৌকার প্রার্থী তরিকুলের জয়

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী তরিকুল ইসলাম জয়ী হয়েছেন। তিনি ৪৮৩৪ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী নাজমুল হুসাইন আনারস প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৪০২৫ টি।

এছাড়া অপর প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল কাদের রানা ঘোড়া প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৮৩৭ টি, ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ইউনুছ আলী পেয়েছেন ৭২৪ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক নিয়ে নিজাম উদ্দিন পেয়েছেন ২০৪ ভোট।

রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ইউনিয়নের ৯ টি কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ১৪ হাজার ৯শ ২০ জন। এরমধ্যে ১০ হাজার ৮শ ৩০ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। বাতিল হয়েছে ১শ ৩ টি ভোট।

কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলে জানা গেছে, ডাউকি বশিরা মালিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২২শ ৪ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ১শ ৫০টি ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ১৫শ ৭৭ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ১৬ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ১৯ ভোট ও নিজাম উদ্দিনের মোটরসাইকেল প্রতীক পেয়েছে ৬ ভোট।

পোয়ামারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৭৬২ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ২০৯ ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ৩৬০ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৯ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ৫ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক পেয়েছে ৬টি ভোট।

বাদেমাজু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২০০০ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক ভোট পেয়েছে ৪৫১ টি, আনারস প্রতীক পেয়েছে ৬৯৬ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ১০৭ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৬৫ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক ভোট পেয়েছে ২০টি।

বাদেমাজু বাদল স্মৃতি একাডেমী কেন্দ্রে ২৪৪৬ ভোটের মধ্যে নৌকা

প্রতীক পেয়েছে ৬৩৫ ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ২১৯ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ৪৫৫ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৩২৩ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক ভোট পেয়েছে ১৮টি।

বকশিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১৮৩৯ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ৯২৩ ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ১৮৯ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ২৮ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ১১৫ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক ভোট পেয়েছে ৩টি।

বকশিপুর দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে ৮৯৮ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ৩৫০ ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ২০১ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ৯৮ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৩৬ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক পেয়েছে ৪ ভোট।

ছত্রপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২২৫২ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ৫৭৮ ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ৫৭৯ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ৫৬ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৬৯ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক পেয়েছে ১৪১ ভোট।

মাজু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১২৫৮ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ৫৬০ ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ১৬৮ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ৬৭ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৬৯ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক পেয়েছে ৫ ভোট।

মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১২৬৫ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক ভোট পেয়েছে ৯৭৮ ভোট, আনারস প্রতীক ভোট পেয়েছে ৩৬টি, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ৫ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ১৯ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক পেয়েছে ১ ভোট।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে আজ উপ-নির্বাচন

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮ টা থেকে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের উপ-

নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হচ্ছে। নির্বাচনে চারজন চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান লুৎফর রহমানের মৃত্যুর পর চেয়ারটি শূন্য হয়।

চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম। তিনি নৌকার প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুসাইন। তিনি আনারস প্রতীক নিয়ে লড়ছেন।

অপরদিকে, যুবলীগ নেতা মাসুদ রানা মোটরসাইকেল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছেন। তিনি গত নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে জয় পাননি। ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউনুস আলী ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

১৮ হাজার ৭শ ৩১ জন জনসংখ্যার ডাউকি ইউনিয়ন ১১ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। ইউনিয়নটিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ১১ হাজার ১শ ৯০ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৫ হাজার ৫শ ৮৯ জন এবং পুরুষ ভোটার ৫ হাজার ৬শ ১ জন।

আলমডাঙ্গা রিটার্নিং অফিসার বলেন, সকাল ৮ টা থেকে বিরতীহীন ভাবে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ চলবে। এরপর ভোট গণনা শেষে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর জানান, পুরো ইউনিয়ন নিরাপত্তার চাদরে ইতোমধ্যে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা সাদা পোষাকে ইউনিয়নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, স্মরণকালের সুষ্ঠু ভোট হবে ডাউকি ইউনিয়নে।

প্রেমিকার নালিশে নতুন বউ ঘরে রেখে থানায় বাসর

বিয়ে করে নতুন বউ ঘরে রেখেই হাজতে রাত কাটাতে হল আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুর গ্রামের সাজুকে। প্রেমিকা সাজুকে স্বামী হিসেবে না পেলেও মামলা ঠুকে দিয়ে থানায় বাসর করিয়ে ছাড়লো প্রেমিককে। শনিবার ও রবিবার দুইদিন কাল বৈশাখী ঝড় বয়ে যায় মোটর মেকানিক সাজুর শরীরের ওপর দিয়ে।

জানা গেছে, পৌরসভার গোবিন্দপুর গ্রামের দোয়ারপাড়ার মোটর মেকানিক সাজুর সাথে প্রতিবেশী এক তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাজু তাদের প্রেম পর্বকে দীর্ঘায়িত করতে চাইলেও প্রেমিকা বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল। সাজু বিয়েতে রাজি হচ্ছিল না। বরং তাকে অন্য কোথাও বিয়ে দিতে মেয়ে দেখাশোনার কাজ করছিল সাজুর পরিবার। ঘটনা টের পেয়ে যায় প্রেমিকা। সে কালক্ষেপন না করে গত শুক্রবারে বিয়ের দাবিতে সাজুর বাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ে। বিপাকে পড়ে যায় সাজুর পরিবার।

এক পর্যায়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করিয়ে প্রেমিকাকে আপাতত তার পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় সাজুর পরিবার। এবং পরদিন শনিবারে চুপিসারে পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর গ্রামে বিয়ে করে ফেলে সাজু। বিয়ে করে নতুন বউকে ঘরেও নিয়ে আসে সে। বিয়ে চুপিসারে হলেও ঘটনা প্রেমিকার কানে গিয়ে পৌঁছে যায়। সে আর চুপ থাকে না। নালিশ করে পুলিশকে।

পুলিশ প্রেমিকার নালিশ পেয়ে তৎক্ষনাৎ সাজুকে ধরে আনে থানায়। সাজুর কিছুই করার ছিল না। নতুন বউকে ঘরে রেখে সাজুকে বাধ্য হয়েই থানায় রাত কাটাতে হয়।

এদিকে, গ্রামের সুশিল সমাজের নেতৃবৃন্দ ঘটনাটির একটি সুন্দর সমাধান টানার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। তারা দুই পক্ষের মধ্যে একের পর এক কথা চালাচালি করে সমাধানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা। রবিবার রাত পর্যন্ত সমাধান হয়নি। সাজু থানা হাজত থেকে বেরুনোর অপেক্ষা করছে। নতুন বউ ঘরে বসে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে। আর প্রেমিকা সাজুকে বাসর করতে না দিয়ে খুশি কিনা তা জানা যায়নি।

পুলিশের কড়াকড়ির মধ্যেও বাদেমাজুর তোফাজ্জেলের মাদক ব্যবসা

মাদক বিরোধী পুলিশের কড়াকড়ি নজরদারির ভেতরেও আলমডাঙ্গার বাদেমাজু গ্রামের তোফাজ্জেল মাদক ব্যবসা করছে বলে অভিযোগে উঠেছে। মাদক মামলায় ৬ মাসের সাজা খেটে জেল থেকে বেরিয়ে সে আবারও মাদক ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে।

তোফাজ্জেল আলমডাঙ্গার বাদেমাজু গ্রামের মৃত জলিল খাঁর ছেলে। গত বছর মাদক কেনা-বেঁচায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের হাজতবাসের রায় দেন। ঈদ-ঊল আজহার পরের সপ্তাহে তোফাজ্জেল জেল থেকে বেরিয়ে আবারও মাদকের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তোফাজ্জেল মূলত গাঁজা কেনা-বেচা করে থাকে। পাশাপাশি ইঞ্জেকশন ও ইয়াবার কিছু কাস্টমারও রয়েছে তার। বাড়ির পাশের মাঠ এলাকায় তার ব্যবসার বাজার। মোবাইলে যোগাযোগ করে কাস্টমারের সাথে তার ব্যবসা।

সূত্র জানায়, তোফাজ্জেলের মাদক ব্যবসায় সরাসরি জড়িত তার স্ত্রী আমেনা খাতুন। তোফাজ্জেলের অনুপস্থিতিতে আমেনা খাতুনই ব্যবসা দেখশোনা করে থাকে। গাঁজার চালান সাধারণত আনা-নেওয়া করে আমেনা খাতুনই। মহিলা হিসেবে রাস্তাঘাটে এ কাজে সে অনেকটা নিরাপদ। তাই আমেনা খাতুনই মাদক আনা-নেওয়া করে বলে স্থানীয় বেশ কয়েকটা সূত্র দাবি করেছে।

আলমডাঙ্গার খাসকররায় নারী নির্যাতন বিরোধী বিট পুলিশিং সমাবেশ

আলমডাঙ্গার খাসকররা বাজারে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বিরোধী বিট পুলিশিং সমবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকেলে স্কুল মাঠে বিট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন।

খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নুর সভাপতিত্বে বিট পুলিশিং সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান মাসুদ। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, দেশে অনাকাংখিতভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন বেড়ে গেছে। সবাইকে সম্মিলিতভাবে দুর্বৃত্তদের এই জঘন্য প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে হবে। উপস্থিত সবাইকে উদ্যেশ্যে করে তিনি বলেন, যেখানেই আপনারা দুর্বৃত্তদের এই অপচেষ্টা দেখবেন সেটাকে গোপন না করে আইনের আশ্রয় নিবেন পুলিশ আপনাদের সাথে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন পাশ হয়েছে। এখন আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানুষ নামের পিশাচদের প্রতিহত করতে হবে। কারণ যারা নারী নির্যাতন করে তারা মানুষ নয়, তারা কুলাঙ্গার।

বিট পুলিশিং সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন খাসকররা ম্যাধমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম সিদ্দিক, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল গনি, তিয়রবিলা পুলিশ ক্যাম্পের আইসি সঞ্জিত কুমার, খাসকররা বাজার কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান, যুবলীগ নেতা নুর মোহাম্মদ, ইউপি সদস্য ফরিদুল ইসলাম, সাহাবুল ইসলাম ও আশরাফুল ইসলামসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

আলমডাঙ্গায় ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষন, কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে ধর্ষক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামে ১৪ বছর বয়সি কিশোরী ধর্ষনের ঘটনায় ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সংঘটিত ধর্ষনের ১২ ঘন্টার মধ্যেই ধর্ষককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ধর্ষনের শাস্তি মৃত্যুদন্ডের আইন কার্যকরের দিন ১৩ অক্টোবর দিনগত রাতে প্রতিবেশী টিক্কা ওই কিশোরীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করে। এ ব্যাপারে থানায় ধর্ষনের মামলা দায়েরের পর ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতারের জন্য জোর অভিযানে নামে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামের হাফিজুর রহমানের অষ্টম শ্রেনীতে পড়ুয়া মেয়ে রাতে বাথরুমে যেতে ঘরের বাইরে আসে। এ সময় প্রতিবেশী মিজানুর রহমানের ছেলে কামরুজ্জামান টিক্কা মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে তার ফাঁকা ঘরে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে তাকে ধর্ষন শেষে মুখ না খুলতে হুমকি দেয়। কিন্ত মেয়েটি বাড়িতে এসে ওই রাতেই তার বাবা-মাকে ঘটনা খুলে বলে।

মেয়েটির বাবা-মা রাতেই ঘটনা থানায় জানালে পুলিশ ধর্ষক টিক্কাকে আটক করতে অভিযানে নামে। তার আগেই টিক্কা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ ধর্ষিতাকে থানা হেফাজতে নিয়ে নেয়। পরদিন সকালে মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মেয়েটির জবানবন্দীও নেওয়া হয়।

তবে প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, টিক্কা ক‘বছর আগে প্রথম বিয়ে করে সংসার পেতেছিল। কিন্ত সেই বিয়ে বেশীদিন টিকেনি। পরে সে আবার বিয়ে করে। এরপরও প্রতিবেশী ওই কিশোরীর সাথে তার কথাবার্তা চলত। চুপিসারে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া ও ধর্ষনের মত ঘটনা কিভাবে ঘটল এ ব্যাপারে প্রতিবেশীরা কেউ কিছু জানাতে পারেনি।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার এসআই সুলতানুল ইসলাম জানান, মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। মোবাইল ট্যাকিং করে

মঙ্গলবার গভীর রাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল।

আলমডাঙ্গায় ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষন, থানায় মামলা

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামে ১৪ বছর বয়সি এক কিশোরী ধর্ষনের শিকার হয়েছে।
সোমবার দিনগত রাতে প্রতিবেশী টিক্কা কিশোরীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করে। এ ব্যাপারে থানায় ধর্ষনের মামলা দায়ের হয়েছে। ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করা যায়নি।

এজাহার সূত্রে জাান গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামের অষ্টম শ্রেনীতে পড়ুয়া মেয়ে রাতে বাথরুমে যেতে ঘরের বাইরে আসে। এ সময় প্রতিবেশী মিজানুর রহমানের ছেলে কামরুজ্জামান টিক্কা মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে তার ফাঁকা ঘরে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে তাকে ধর্ষন শেষে মুখ না খুলতে হুমকি দেয়। এরপর মেয়েটি বাড়িতে এসে ওই রাতেই তার বাবা-মাকে ঘটনা খুলে বলে।

মেয়েটির বাবা-মা রাতে ঘটনা থানায় জানালে পুলিশ ধর্ষক টিক্কাকে আটক করতে অভিযানে নামে। তার আগেই টিক্কা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ ধর্ষিতাকে থানা হেফাজতে নিয়ে নেয়। সকালে মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মেয়েটির জবানবন্দীও নেওয়া হয়।

প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, টিক্কা ক‘বছর আগে প্রথম বিয়ে করে সংসার পেতেছিল। কিন্ত সেই বিয়ে বেশীদিন টিকেনি। পরে সে আবার বিয়ে করে। দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথেও টিক্কার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এরপর থেকে সে প্রতিবেশী ওই কিশোরীর দিকে কুনজর দিতে থাকে। প্রতিবেশী হিসেবে তাদের মধ্যে কথাবার্তাও হত বলে জানা গেছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার এসআই সুলতানুল ইসলাম জানান,

মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। থানায় ধর্ষনের এজাহার দায়ের হয়েছে। আসামী ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করতে জোর চেষ্টা চলছে।

আলমডাঙ্গা অনুপনগরে বিষপানের ১৬ দিন পর গৃহবধুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গার অনুপনগর গ্রামে বিষ পান করার ১৬ দিন পর খাদিজা বেগম নামের এক গৃহবধু মারা গেছে। খাদিজা গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। গতকাল সোমবার বিকেলে সে মারা যায়।

নিহত খাদিজা বেগম আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউনিয়নের অনুপনগর গ্রামের আব্দুল হামিদের মেয়ে এবং কুষ্টিয়ার ইবির পাটিকাবাড়ি গ্রামের পলাশ জোয়ার্দ্দারের স্ত্রী।

জানা গেছে, ক‘বছর আগে খাদিজা বেগমের সাথে পাটিকাবাড়ি গ্রামের পলাশ জোয়ার্দ্দারের বিয়ে হয়। কিছুদিন আগে খাদিজা স্বামীর বাড়ি থেকে পিতার বাড়ি অনুপনগর গ্রামে আসে। এবং গত ২৬ সেপ্টেম্বর সে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

কিন্ত পরিবারের লোকজন দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করায়। সেখানে তিনদিন চিকিৎসার পর তাকে অনুপনগরে এনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। অবশেষে শরীরের বিষক্রিয়ায় সোমবার বিকেলে খাদিজা মারা যায়।

আলমডাঙ্গায় ধর্ষনের প্রতিবাদে

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

দেশের বিভিন্ন স্থানে লাগামহীম ধর্ষনের প্রতিবাদে ‘পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব আলমডাঙ্গা উপজেলা’ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে।

গতকাল বুধবার আলমডাঙ্গার আল তায়েবা মোড়ে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী ও সাধারন জনগণ মানববন্ধনে অংশ নেন। সমাবেশে প্রতিবাদি বক্তারা ধর্ষনে অভিযুক্ত ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখে আইন প্রনয়নেরও আহবান জানান।

ধর্ষনের প্রতিবাদে ‘পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব আলমডাঙ্গা উপজেলা’ মানববন্ধনের আয়োজন করলেও এতে সব ধরনের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সাধারন জনগণ অংশ নিয়ে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। তারা ধর্ষনে জড়িত ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি আহবান জানান। প্রয়োজনে ধর্ষকদের শাস্তি যাবজ্জীবন থেকে বাড়িয়ে মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে আইন পাশ করারও আহবান জানান।

মানবন্ধনে অংশ নেন আলমডাঙ্গা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র এ্যাডভোকেট সালমুন আহমেদ ডন, বাদল স্মৃতি একাডেমীর প্রধান শিক্ষক সুরুল ইসলাম দীপু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাঈম হাসান অয়ন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সজল আহমেদ টগর, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাহিদ তমাল রোমান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাইফুল ইসলাম সাফি, সাস্টেও ছাত্র আকিব লাম, আসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুমাইয়া তাবাস্সুম তিয়া, ব্রাইট মডেল স্কুলের পরিচালক জাকারিয়া হিরো, আনিসুজ্জামান রিমন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মুসাব ইবনে শাফায়াত।

ডাউকি ইউপির উপ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুলের গন সংযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার ৯ নং ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের উপ- নিবার্চনের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল হুসাইন দিনভর জনসংযোগ করেছেন। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তার নির্বাচনীয় এলাকায় গনসংযোগ করেন।

আনারসের প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী নাজমুল হুসাইন তাঁর সমর্থিত নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে ইউনিয়নের ডাউকি, বসকিপুর ও বিনোদপুর এলাকার সাধারণ ভোটারদের কাছে তাঁর ভোটের প্রতীক আনারস মার্কায় ভোট ও দোয়া কামনা করেন।

শিক্ষিত, সৎ, যোগ্য, নির্ভিক তরুন এই নেতাকে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে পেয়ে সাধারণ ভোটাররাও উচ্ছাসিত। তরুন উদীয়মান এই নেতা সাধারণ ভোটারদের মাঝে ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে।

চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল হুসাইন বলেন, সাধারণ মানুষ আমাকে ভালোবাশে। তাদের ভালোবাশায় আমার সম্বল। ভোট যদি সুষ্ঠু হয় আমি আশা করছি আনারসের জয় হবে। হাজার বছর পুরনো হলেও বয়স তার এক মাস